যায়যায়দিন

FEB
তারিখ 26 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বইমেলায় আগুন!

সঠিক তদন্ত ও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে

বাঙালি জাতির সঙ্গে বইমেলার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। যখন দেশে বইমেলা শুরু হয় তখন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবারই প্রাণের উৎসবে পরিণত হয় এ মেলা। বাংলাদেশের বইমেলা আজ জাতিগত দিক থেকেও বড় একটি উৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই যদি এমন কিছু ঘটে যার ফলে মেলার ক্ষতি হয় বা এর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তবে তা সবার জন্যই উদ্বেগের কারণ হবে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

সম্প্রতি অমর একুশে বইমেলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৪০টি স্টল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গত রোববার রাত ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরিক্রমায় যতটুকু জানা যায়, ধীরেন্দ্রনাথ চত্বর থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে। আর এ ঘটনাটি এমন সময়েই ঘটল- যখন দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। আন্দোলন ও সহিংসতায় দেশ যখন অস্থির, তখন এ অগ্নিকাণ্ডকে বিভিন্নজনই বিভিন্নভাবে দেখছেন। ঘটনাটি নাশকতা বলে প্রকাশকরা দাবি করেছে। তারা সরাসরি বলছে, পরিকল্পিতভাবে বইমেলায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে কয়েকজন প্রকাশক জানান, তারা রাত পৌনে ১টার দিকে ৮ থেকে ১০টি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ পায়। এর পরপরই আগুনের শিখা দেখা যায়। আগুনের খবর পেয়ে রাতেই কবি-সাহিত্যিক-লেখকরা বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ছুটে যান। এমনকি এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। আর তা সঙ্গত কারণেই হওয়ার কথা। কারণ যার সঙ্গে লেখক, কবি-সাহিত্যিক ও পাঠকের আত্মার সম্পর্ক তাতে আগুন লাগলে তা তো জাতির শরীরেই লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ধারণা করছে ঘটনাটি পরিকল্পিত। এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তরের সহকারী পরিচালকও বলেছে, রাত ১টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। রাতে বইমেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বৈদ্যুতিক লাইন বন্ধ করে রাখার কথা ছিল। ঘটনাস্থলে এসে বৈদ্যুতিক লাইন অন দেখা যায়। এতে আরেকটি বিষয় সন্দেহের উদ্রেগ ঘটায় আর তা হলো, দায়িত্বরত ইলেকট্রিশিয়ানকে তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেখানে রাত ৯টার পরই বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। সেখানে কী করে আগুন লাগে? অর্থাৎ এ বিষয়টি কী ইঙ্গিত করে তা খতিয়ে দেখতে হবে। এর আগে বইমেলায় এমন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কখনো ঘটেনি। এতে প্রকাশকদের যে ক্ষতি হলো তার কী হবে, সেটা সরকারকে বিবেচনা করতে হবে গুরুত্বের সঙ্গে।

সার্বিকভাবে এ পরিস্থিতিতে আমরা বলতে চাই, বইমেলায় আগুন লাগার অর্থই হলো সমগ্র জাতির মননে আঘাত লাগা। সরকারকে মনে রাখতে হবে বইমেলায় আগুন লাগা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়। অন্যান্য তদন্তের মতো কিছুদিন উত্তাপ ছড়ানো আর তারপরে নিভে যাওয়া যেন না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকেই। যার সঙ্গে জাতির প্রাণের সম্পর্ক তা নিয়ে এরকম ঘটনাকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এ ঘটনার ধারাতেই সরকারকে আমরা বলতে চাই- ঘটনা যাই ঘটুক তাতে বইমেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন এসে যায়। কারণ নাশকতা হোক আর শর্টসার্কিটই হোক এ অগ্নিকাণ্ডর ঘটনার দায় সরকার এড়াতে পারে না। উপযুক্ত কারণ খতিয়ে দেখে এ ব্যাপারে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এমনিতেই দেশের চলমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ এক ধরনের আতঙ্কের মধ্যে দিনযাপন করছে। তার মধ্যে এই নাস্তারজনক ঘটনা ঘটলো। প্রকাশকের স্বার্থ ও পাঠকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বইমেলার মেয়াদকে আরো বাড়ানো যায় কিনা তাও সরকারের ভাবতে হবে। আমরা আশা করি, দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে আসল কারণ উদঘাটিত হবে ও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সরকার পিছ পা হবে না।

> বইমেলায় আগুন লাগা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়। অন্যান্য তদন্তের মতো কিছুদিন উত্তাপ ছড়ানো আর তারপরে নিভে যাওয়া যেন না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকেই।